86

আজকের কাগজ

তারিখ 26 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

সুন্দরগঞ্জে এইচএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র কেলেংকারির তথ্য ফাঁস ॥ ৭ পরীক্ষার্থী গ্রেফতার ॥ পরীক্ষক উধাও

ফেরদৌস জুয়েল : রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের আওতায় পরিচিত ও সদ্য সমাপ্ত এইচএসসি পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের খাতা কিংবা উত্তরপাত্র রদবদল কেলেংকারির চাঞ্চল্যকর গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে গেছে। গত ১২ আগস্ট রাতে ৭ জন পরীক্ষার্থীকে পুলিশ 'পাবলিক পরীক্ষা অপরাধ' আইনের বিশেষ ক্ষমতায় গ্রেফতার করেছে। বোর্ডের একজন পরীক্ষক আগেই লাপাত্তা হয়েছে। এলাকার লোকেরা জানিয়েছে, পুলিশ তাকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছে। এটা গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ থানার ঘটনা। কিন্তু গ্রেফতারকৃত পরীক্ষার্থিরা রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডের অসৎ কর্মকর্তা, কর্মচারি ও পরীক্ষকদের যোগসাজশে বিভিন্ন বিষয়ের খাতা ও উত্তরপত্র রদবদল কিংবা নম্বর বাড়িয়ে দেয়ার যেসব কৌশল অবলম্বন করেছেন, তার কিছু গোপন তথ্য পুলিশের কাছে ফাঁস করে দিয়েছেন।

সুন্দরগঞ্জ থানা পুলিশ জানিয়েছে, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের আওতায় পরিচালিত এইচএসসি পরীক্ষা '৯৬ অতি সম্প্রতি শেষ হবার পর থেকেই সুন্দরগঞ্জ ডিডাব্লিউডি কলেজে বাহিরাগত পরীক্ষার্থিদের ভির জমতে থাকে। ওই কলেজের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক মোঃ শাজাহান আলীর বাড়িতে এসে এরা ধরনা দেয়। তার কাছে রাজশাহি বোর্ড থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রের ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের বেশ কিছু খাতা উত্তরপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। তিনি ওই বিষয়ের একজন পরীক্ষক খাতায় নম্বর বাড়িয়ে দেয়ার নাম করে তিনি জয়পুরহাট, নওগাঁ ও দিনাজপুর এলাকার বিভিন্ন কেন্দ্রের পরিক্ষার্থীকে তার বাড়িতে আসার খবর দেন।

বিশেষ করে যারা খারাপ ছাত্র-ছাত্রী, ইংরেজি পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের আশা নেই এমন পরীক্ষার্থিরা খবর পেয়ে তার বাড়িতে এসে ভিড় জমায়। খাতায় নম্বর বাড়িয়ে দেয়ার আশায় আর্থিক লেনদেন নিয়ে দরকষাকষি শুরু করে।

অনেকেই তাদের খাতা খুঁজে নিয়ে সঠিক উত্তর লেখার সুযোগও পায়। কেউ কেউ আবার লেন-দেন সম্পর্কের গরমিল হওয়ায় ফিরেও যায়। এমন পরীক্ষার্থিরা বাড়ি ফিরে যাওয়ার আগে থানা পুলিশকে এই গোপন খবরটি জানিয়ে দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ গত ১২ আগস্ট রাত সাড়ে ৯ টায় সুন্দরগঞ্জ ডিডাব্লিউডি কলেজের ইংরেজি অধ্যাপক শাজাহান আলীর বাড়ি ঘেরাও করে ৭ জন পরীক্ষার্থীকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে তিনজন ছাত্রী রয়েছে। এদের নাম হাবিবা আক্তার, লিপি বেগম ও রুমা বেগম। অপর ৪ জন ছাত্রের নাম এমদাদুল হক মিঠুন, আব্দুস সোবহান, হাফিজুর রহমান ও উমর ফারুক উজ্জ্বল। এদের মধ্যে তিনজনের বাড়ি জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর থানায়, দু'জনের বাড়ি দিনাজপুর জেলার বিরামপুর থানায়, একজনের বাড়ি নওগাঁ জেলার বদলগাছি ও অপর একজনের বাড়ি মিঠাপুকুর থানায়।

পরীক্ষকের বাড়িতে বসে খাতায় সঠিক উত্তর পত্র লেখার সময় থানা পুলিশ এদেরকে হাতে-নাতে গ্রেফতার করে। কিন্তু থানায় মামলা দায়ের হয়েছে একদিন পরে। 'পাবলিক পরীক্ষা অপরাধ' আইনের বিশেষ ক্ষমতা ছাড়াও দণ্ডবিধির ৪৭৭ (ক) ধারা ও ১৯ (৮) বিশেষ আইনের অভিযোগ এনে এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। এরা গ্রেফতার হওয়ার আগেই অধ্যাপক শাজাহান আলী পালিয়ে যাবার সুযোগ পায়।

গ্রেফতারকৃত পরীক্ষার্থিরা স্বীকার করেন, বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারির কাছে ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের খাতা ও পরীক্ষকের সঠিক ঠিকানা পরিচয় পাওয়া যায়। কোন পরীক্ষকের কোছে কোন কোন বিষয়ের খাতা সরবরাহ করা হয়েছে তাও পয়সার বিনিময়ে বোর্ডের লোকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে বেশি বেগ পেতে হয় না। এমনি ঘটনা রাজশাহী বোর্ডের অন্যান্য কেন্দ্রেও ঘটেছে। সুযোগ বুঝে অসৎ পরীক্ষকরাও হাতিয়ে নিচ্ছে মোটা অংকের টাকা।

সুযোগ দিচ্ছে ভুল উত্তরপত্র পরিবর্তন করে সঠিক উত্তর লেখার। পরীক্ষায় পাসের আশায় নম্বর বাড়িয়ে নেয়ার এই হিড়িক প্রায় সর্বত্রই চলছে। কিন্তু তা প্রকাশ্যে নয় গোপনে। কেউ ধরা পড়ছে, কেউ পড়ছে না।